NOV. 29 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

জরুরি অবস্থা সত্ত্বেও সার্ক শী সম্মেলন করতে চায় নেপাল

নতুন করে সংঘর্ষে ৬৬ মাওবাদী নিহত ❑ ভারত বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করতে আগ্রহী

কাগজ ডেস্ক : জরুরি অবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও নেপাল আগামী জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করার ব্যাপারে আশাবাদী। গতকাল বুধবার নয়াদিল্লিতে নেপালি রাষ্ট্রদূত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশবন্ত সিঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ প্রতিশ্রুতি দেন। মাওবাদী বিদ্রোহীদের তৎপরতার কারণে নেপাল সরকার জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করায় বারবার পেছাতে থাকা সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আরেক দফা অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। আগামী ৪ জানুয়ারি নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ৩ দিনের সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা।

এদিকে নেপালে জরুরি অবস্থার মধ্যেই গতকাল বুধবার মাওবাদী গেরিলাদের সঙ্গে পুলিশের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৬৬ জন মাওবাদী গেরিলা ও ৪ পুলিশ নিহত হয়েছে। অন্যদিকে গেরিলা তৎপরতা দমনে সরকার 'সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে' অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান সংবলিত একটি অধ্যাদেশ

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

জরুরি অবস্থা সত্ত্বেও সার্ক শীর্ষ

● প্রথম পাতার পর

জারি করেছে।

এ নিয়ে গত কয়েকদিনে নেপালে গৃহযুদ্ধে সাড়ে তিন শতাধিক লোকের মৃত্যু ঘটলো। মাওবাদী বিদ্রোহীরা রাজতন্ত্রী নেপালকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার দাবিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছে।

এদিকে নেপালে মাওবাদী বিদ্রোহ দমনে ভারত কাঠমান্ডুকে সহযোগিতা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি এ প্রস্তাব দিয়েছেন নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে।

বাসস জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ সমস্যা সত্ত্বেও নেপাল আগামী জানুয়ারিতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করবে বলে ভারত সরকারকে জানিয়েছে। গতকাল বুধবার নয়াদিল্লির নেপালি রাষ্ট্রদূত বেখ বাহাদুর থাপা ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশবন্ত সিঙের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন। অন্যদিকে ভারত সরকার নেপালের শান্তি ও স্থিতি রক্ষায় সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছে, কাঠমান্ডুর দক্ষিণ-পশ্চিমে দাং এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১১ জন মাওবাদী গেরিলা নিহত হয়। এর আগের দিন মঙ্গলবার বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি রলপায় আরো ৫০ জন বিদ্রোহী নিহত হয়।

গতকাল বুধবার বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায়, পশ্চিম নেপালের দারবুনা জেলায় গত মঙ্গলবার সকালে পুলিশের সঙ্গে মাওবাদী গেরিলাদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটেছে। কাঠমান্ডু পোস্ট নেপালি পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট বিক্রম বাহাদুর চাঁদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, মঙ্গলবার সকালে জেলার লথিনাথ এলাকায় ৪০ জনের একটি পুলিশ দলের টহলের সময় সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের টহল দলের ওপর গেরিলাদের হামলায় আরো ৬ পুলিশ আহত হয়। নিখোঁজ রয়েছে ৬ পুলিশ। সোমবার রাতে নেপাল জুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর এটিই প্রথম বড়ো ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা। এ ছাড়া জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর বিক্ষিপ্ত অনেক সহিংসতার খবরও পাওয়া গেছে।

এদিকে গেরিলা তৎপরতা দমনে নেপাল সরকার গতকাল বুধবার একটি নতুন সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ জারি করেছে। ঘোষিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী, সন্ত্রাসকারী, এর আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা প্রমাণ সাপেক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করবে। কেবল সহিংস কর্মকাণ্ডে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট থাকলেই যে কাউকে এই অধ্যাদেশ অনুসারে যাবজ্জীবন পেতে হবে। সহিংসতায় কেউ আহত কিংবা নিহত না হলেও শাস্তি থেকে নিবৃত্তি পাওয়া যাবে না।